গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব রওনক মাহমুদ
সচিব
তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০২০
সময় : বেলা ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সদস্যগণের সম্মতিক্রমে এ কার্যবিবরণী অনুমোদন হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন	সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ২০১৯ সালের ১৭ মার্চ হতে বছরব্যাপী সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে বছরব্যাপি যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য ইতোমধ্যে নানা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই সকল পর্যায়ে পালনীয় নানা কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুবোল বোস মনিকে ফোকাল পয়েন্ট এবং যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ-কে বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত ছক মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা ১৯/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উৎযাপন উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং বছর ব্যাপী প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী চুড়ান্ত করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের তালিকা গত ১৫/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৫৪০ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউট কর্তৃক এতদবিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করে বিগত ২৯-১০-২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রগতি সভায় অবহিত করা হবে। **বিএলআরআইঃ** কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে।	মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থায় ১৭ মার্চ, ২০১৯ হতে বছরব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। আগামী সভায় শতবর্ষ পালনের প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রগতি জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ সংস্থা প্রধান (সকল)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল বছরব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও টিকা প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** এ দপ্তরের কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৪.২	এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) এর কার্যক্রম	এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন আওতাধীন/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য এপিএ সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** APA এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসের মাসিক প্রতিবেদন ০৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরাধীন বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রমানক (ভিডিও, পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি) সংরক্ষণ করার জন্য ১৪/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। তাছাড়া, কেবিনেট ডিভিশনের APA Software এ নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। **বিএফডিসিঃ** (ক) বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। (খ) বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের প্রতিবেদন ৬-০১-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** APA এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** (ক) APA এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। (খ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। (গ) এপিএ কার্যক্রমের ভিডিও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	ক) APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে। খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্থানে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। গ) এপিএ কার্যক্রমের ভিডিও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রশাসন), সংস্থা প্রধান (সকল)/ উপসচিব (প্রশাসন-১)
৪.৩	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়ন	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত এসডিজি Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দেশিত SDGs Goal সমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০৯/০৪/২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান ও SDG ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব (SDG বিষয়ক) জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত আধা-সরকারি	ক) Data Traker-এ সুনির্দিষ্ট Data দিতে হবে। খ) SDG এর SIR সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করতে হবে এবং	যুগ্মসচিব (প্রাস-১)/ যুগ্মপ্রধান/ সংস্থা প্রধান (সকল)/ উপসচিব (প্রশা-১)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় পর্যায়ে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** SDG কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ ছাড়া কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি, রাজশাহী বিভাগে SDG সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের SDG ফোকাল পার্সন এর উপস্থিতিতে একটি জাতীয় কর্মশালা গত ১৮ নভেম্বর'১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** ক) Data Traker-এ সুনির্দিষ্ট Data দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খ) SDG এর SIR সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সভায় পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হবে।	সভায় পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করতে হবে।	
৪.৪	ব্লু-ইকোনমি	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ব্লু-ইকোনোমি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অক্টোবর, ২০১৯ মাসের মাসিক প্রতিবেদন ৩১/১০/২০১৯ খ্রি.তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) সভাপতিত্বে উপসচিব (মৎস্য-১)সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে সভা আহবান করতে হবে।	যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/উপসচিব (মৎস্য-১) সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
৪.৫	সেবা-পদ্ধতি সহজিকরণ	মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সিটিজেন চার্টার এর আলোকে কী কী সেবা সহজীকরণ করা যাবে বা হবে তা আগামী সভার পূর্বে ইনোভেশন টিম দাখিল করবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ১ টি সেবাকে (মৎস্য পরামর্শ সেবা) সহজিকরণ করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এটিকে আরো সহজিকরণের প্রক্রিয়া চলমান। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জনগণ যাতে সহজে সেবা পেতে পারে সে জন্য মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল এস.এম.এস কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস কার্যক্রম পাইলটিং কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেবা সহজ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ জনগণের দোরগড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবা চালু করা হয়েছে। এ টু আই প্রকল্প ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৮০ টি উপজেলায় ৮০ টি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে পেনশন সেবা সহজীকরণ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে ২৬ টি জেলায় ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও ১৯ টি উপজেলায় স্ব ছোঁয়ার সিড়ি বাস্তবায়ন হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আগামী মার্চ/২০২০ মাসের মধ্যে বিষয়টি সম্পন্ন করতে হবে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পেনশন বিষয়ে আবেদন পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ সেবা সহজিকরণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী সেবা সহজিকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।		
৪.৬	ই-সেবা প্রবর্তন	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্যচাষে প্রবর্তিত ই-সেবাসমূহ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ডিজিটাল সার্ভিস ইমপ্লিমেন্টেশন এক্সিলারেটরের মাধ্যমে ২২ টি সেবাকে ই সেবায় রুপান্তরের প্রক্রিয়া চলমান। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ই-লাইভষ্টক কার্যক্রম চালু আছে। মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। গাজীপুর জেলার সদর উপজলায় এবং গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন চলমান আছে। **বিএফআরআইঃ** অনুসরণ করা হচ্ছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।	বিষয়টি অনুসরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
৪.৭	তথ্য-বাতায়নসমূহ হালনাগাদকরণ	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** তথ্য-বাতায়নসমূহ নিয়মিত হালনাগাদকরণের জন্য বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তা মনিটরিং করা হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা তথ্য-বাতায়ন কেন্দ্রের সাথে সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএফআরআইঃ** তথ্যটি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হবে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।	বিষয়টি অনুসরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
৪.৮	মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত	এ মন্ত্রণালয় হতে ২২/৫/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ২০৩০ সাল পর্যন্ত মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। **(১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **(২)বিএফডিসিঃ** নির্দেশনা মোতাবেক মাস্টার প্ল্যানটি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে। **(৩) বিএফআরআইঃ** আগামী সভায় পাওয়ার পয়েন্টর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।	(১) মাস্টার প্ল্যানটি হালনাগাদ করে ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। (২) যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) পরিদর্শন করে মাস্টার প্ল্যানটি সংশোধন করবেন। (৩) আগামী মাসে সচিব মহোদয় বিএফআরআই পরিদর্শনপূর্ক মাস্টার প্ল্যান্টটি যাচাই বাছাই করবেন।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(৪) বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের, মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। **(৫) মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	(৪) (৫) আগামী ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসের মধ্যে উপস্থাপন করবেন।	
৪.৯	আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন	**(ক) প্রস্তাবিত ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯:** গত ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **(খ) ''পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২০'':** অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ৫/১/২০২০ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাথমিক খসড়া চূড়ান্ত করে প্রেরণ করবে। (গ).**''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৯'':** মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের জন্য বিগত ১৫/০৯/১৯ তারিখে প্রেরণ করা হলে পর্যবেক্ষনসহ ফেরত প্রদান করে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতামতের জন্য বিগত ২৯/১০/১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বন অধিদপ্তর হতে মতামত পাওয়া গেছে। **(ঘ) বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৯** বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৯ এর খসড়া পর্যালোচনা ও যৌক্তিকতা পুনঃপরীক্ষাক্রমে খসড়া প্রস্তুতের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রাণি-২) মহোদয়ের সভাপতিতে ২৪/৯/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খসড়া প্রস্তুত করে প্রেরণ করবে। (ঙ) **সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৯ :** সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৯ হিসেবে মন্ত্রিসভা বৈঠকে ৩০/১২/২০১৯ তরিখে চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। **(চ) কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাণী প্রজনন আইন-২০১৯:** গত ১২/২/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া প্রণয়ন করে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। **(ছ) সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা, ২০১৯ :** ১৯/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করে প্রেরণের জন্য বিগত ৩০/১২/২০১৯ তারিখে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ক) বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) আগামী মার্চ/২০২০ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। (গ) বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আগামী ২ মাসের মধ্যে আইনটির খসড়া প্রেরণ করবেন। (ঙ) বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (চ) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে আইনটির খসড়া প্রেরণ করবেন। (ছ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ নীতিমালাটি প্রেরণ	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মসচিব (ব্লু ইকোনমি)/ সংস্থা প্রধান (সংশ্লিষ্ট)/ উপসচিব (আইন)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(জ) মৎস্যচাষ নীতিমালা ২০১৯: ০১/১০/২০১৮ তারিখে অভ্যন্তরীন একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নীতিমালা সংজ্ঞাসহ উদ্দেশ্য ও কৌশল ইত্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশ করে পুনরায় প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	করবেন। **(জ)** যদি নীতিমালাটি প্রয়োজন না হয় তাহলে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক লিখিতভাবে জানাবেন।	
৪.১০	জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন	(১) জনাব সুবোল বোস মনি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২১-২২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ সুনামগঞ্জ জেলার সদর মৎস্য অফিস, সদর হাঁস-প্রজনন কেন্দ্র, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা মৎস্য অফিস এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। (২) জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৮/১২/২০১৯, ১৯/১২/২০১৯ ও ২২/১২/২০১৯ চট্টগ্রাম জেলার সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার ৭০০০ একর চিংড়ি এস্টেট, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কক্সবাজার পরিদর্শন করেন। (৩) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপসচিব (প্রশাসন-৩), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বগুড়া জেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, শেরপুর, বগুড়া পরিদর্শন করেন। (৪) বেগম নাদিরা হায়দার, উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৮/১২/২০১৯ এবং ১৩/১২/২০১৯ তারিখে কক্সবাজার জেলার সামুদ্রিক ও মৎস্য প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং ময়মনসিংহ জেলার বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। (৫) জনাব হরেকৃষ্ণ অধিকারী, সহকারী প্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ যশোর জেলার সদর উপজেলা এবং খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।	(১) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পরিদর্শনে উদঘাটিত ত্রুটি নিরসনের প্রতিবেদন সংস্থা হতে সংগ্রহ করে সভায় উপস্থাপন করবেন। (২) অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিবগণ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস/ প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (৩) যুগ্মপ্রধান লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৪) যখন কোন কর্মকর্তা পরিদর্শনে যাবেন তখন তিনি তার প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সার্বিক চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরবেন এবং তা সংস্থাপ্রধানকে জানাবেন। সংস্থাপ্রধান একজন কর্মকর্তাকে পরিদর্শনের বিষয়টি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য দায়িত্বপ্রদান করবেন। অন্যান্য দপ্তর জড়িত থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	অতিরিক্ত সচিব (সকল) যুগ্মসচিব (মৎস্য/ প্রাস-১)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ যুগ্মপ্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			সে সমস্ত দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সংস্থাপ্রধানের মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। (৫) উপসচিব (প্রশাসন-১) কর্তৃক উইং ভিত্তিক পরিদর্শন বিভাজন প্রস্তুত করবেন।	
৪.১১	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুত করে তদানুযায়ী রেডিও, টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রচার হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে মৎস্য বিষয়ক প্রামান্য অনুষ্ঠান "রুপালি ফসল" প্রতিমাসের ২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার দুপুর ১২.২০ টায় প্রচারিত হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ১। টেলিভিশনে সম্প্রচারঃ ১। এলএসডি নিয়ন্ত্রণ এবং গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা চ্যানেল আই, বিটিবি, বিটিবি ওয়ার্ল্ড, আরটিবি, বিজয়টিবি, সিটিবি, চ্যানেল -২৪ এ সম্প্রচারিত হয়েছে। ২। ব্রয়লার মুরগীর উপযোগিতা সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে একটি টক শো সম্প্রচারিত হয়েছে। ৩। সোসাল মিডিয়াঃ নিয়মিতভাবে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সকল কার্যক্রম ফেসবুক পেজে প্রচারিত হচ্ছে। ৪। রেডিওতে প্রচারঃ সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারী চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের নং- ৩৩.০১.০০০০.১১২.৯৯.৩৫৬.১৭-১৩৪১ সংখ্যক স্মারকে কার্তিক - পৌষ/১৪২৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ''দেশ আমার মাটি আমার'' এবং সোনালী ফসল' প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দেশ আমার মাটি আমার ও সোনালী ফসল অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। **বিএলআরআইঃ** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেল বিটিভি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে প্রচার করা হচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** ১) ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "মাছ রক্ষায় বিএফআরআই অবদান" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।	প্রচারের জন্য বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	DG, DoF, DG, DLS, DG, BFRI, DG, BLRI, উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		২) ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে " দি নিউ ন্যাশন" শীর্ষক পত্রিকায় BFRI Plays Vital Role in Fish Production শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ৩) ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রকিায় "মৎস্য খাত সম্প্রসারণে অগ্রদুত বিএফআরআই" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ২) ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে "Agriview24.com এ বার্ষিক কর্মসম্পাদনে বিএফআরআই এর প্রথম স্থান অর্জন" বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** প্রচারের জন্য রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।		
৪.১২	অডিট আপত্তি	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থার অডিট সংক্রান্ত ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের প্রতিবেদনঃ নভেম্বর ২০১৯ মাসে মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-৭,৩৫০ টি, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তির সংখ্যা-২০টি, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে মোট আপত্তির সংখ্যা-৭,৩৭০টি, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা-৫২টি এবং ডিসেম্বর ২০১৯ মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-৭,৩১৮টি ১। এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ০৫ টি অডিট আপত্তি হয়েছে। আপত্তিগুলোর ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ০৪ টির ব্রডশীট জবাব পাওয়া গিয়েছে। ০১টির জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। ফলে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। সবগুলো পাওয়ার পরে একত্রে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। ২। নভেম্বর/১৯ শেষে মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৭,৩৫০ টি। ডিসেম্বর মাসে অডিট আপত্তির সংখ্যা ২০টি। ডিসেম্বর/১৯ মাসের শেষে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৭,৩৭০ টি। ডিসেম্বর মাসে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৫২ টি। ডিসেম্বর/১৯ মাসের শেষে অনিষ্পন্ন মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৭,৩১৮ টি। ৩। ২৭/১১/২০১৯ মাসের সিদ্ধান্ত মতে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা অব্যাহত আছে। ৪। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত অগ্রিম ও সাধারণ আপত্তির হিসাব বিবরণ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করার জন্য ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে ২(দুই) দফা তাগিদ পত্রও দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি হিসাব বিবরণ পাওয়া যায়নি। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ১। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তরসহ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের ১৯৭২ অথবা সূচনালগ্ন হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত অডিট বিষয়ক তথ্যাদি: • মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,০৭০টি • মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা ১০,৬৪৮ টি • মোট অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ৩,৪২২টি।	(ক) (i) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং দপ্তর/সংস্থা হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (ii) দারিদ্র বিমোচনের অডিট আপত্তির বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে সংস্থার ক্ষেত্রে ১ বছরের অডিট আপত্তিগুলোর ৫% এবং মন্ত্রণালয়ের ৩% হারে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রশাসন), সংস্থা প্রধান (সকল)/ সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		• ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা: ০১টি অগ্রীম ও ২৫টি সাধারণ অনুচ্ছেদ **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) নিয়মিতভাবে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহ্বানের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ক্রমপুঞ্জিত অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির বিভাগ ওয়ারী ডিসেম্বর/১৯ তথ্যাদি নিম্ন প্রদত্ত হলোঃ মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯৩২৯, ক্রম পুঞ্জিত নিষ্পত্তির সংখ্যা ৬৩২১, হালনাগাদ মোট অনিষ্পন্ন ৩০০৮ টি। **বিএফডিসিঃ** বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, পাথরঘাটা, বরগুনা কেন্দ্রের ০৫টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে গত ১৯/১২/২০১৯ তারিখে বাণিজ্যিক অডিটট অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এর পত্র নং ২০১০-২০১৬/৭৩৩(১) অনুযায়ী ০১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জারীপত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র, মনোহরখালী, চট্টগ্রাম এবং মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, পাথরঘাটা, বরগুনা এর ২০০৯-২০১০ সনের সংকলনভূক্ত অনুচ্ছেদ-১৫ এর ব্রডশীট জবাব গত ২৩/১২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** ১। ইনস্টিটিউটের মোট একশত দুইটি আপত্তি অনিষ্পন্ন আছে। এরমধ্যেঃ- ক) তেরটি আপত্তির উপর দ্বিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে (এর মধ্যে নদী কেন্দ্রের ছয়টি ১৪-০৯-২০১৭ইং তারিখে সিলেটের অডিট অফিসে এবং বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের সাতটি ২৬-১১-২০১৭ইং তারিখে খুলনার অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে)। খ) ত্রিশটি আপত্তি ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য জবাব তৈরী করা হয়েছে। গ) একচল্লিশটি আপত্তির উপর প্রাপ্ত মন্তব্যের জবাব প্রক্রিয়াধীন। ঘ) আঠারটি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রক্রিয়াধীন আছে। **বিএলআরআইঃ** ১টি ত্রিপক্ষীয় সভা ০৪/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভায় ২০ টি আপত্তির মধ্যে ১৮টি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** বর্তমানে মোট ৮টি (অগ্রিম-৫ ও সাধারণ-৩) আপত্তি রয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হলে কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** অগ্রগতিঃ একাডেমির ১৩টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যে ০৫টি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ চলমান আছে। ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তিযোগ্য ০৪টি আপত্তি রয়েছে।		
৪.১৩	মামলা/ মোকদ্দমা	ডিসেম্বর মাসে আইন অধিশাখায় মোট ০৪টি মামলা পাওয়া গেছে।	অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ	সংস্থা প্রধান

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	নিষ্পত্তি	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি : • সুপ্রিম কোর্ট: ০টি • হাইকোর্ট : ৫৪২টি • প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল: ২৩টি • প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল: ১৩টি • দায়রা জজ আদালত: ০১টি • মোবাইল কোর্ট (অক্টোবর, ২০১৯): ১২১টি (মৎস্য খাদ্য আইন: ৩২টি মৎস্য সংরক্ষণ আইন: ৭০টি ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ: ১৫টি মৎস্য হ্যাচারি আইন: ০৪টি) নভেম্বর, ২০১৯ মাসে নথিভূক্ত মামলা: ১টি নিষ্পত্তি: ০২টি, সার্ভিস সংক্রান্ত মামলা **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অনিস্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়মিত অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত মামলার তথ্যঃ সুপ্রিম কোট-১২টি, হাইকোর্ট-১২৯টি, জজকোট-২০টি , প্রশাসনিক/প্রশাসনিক আপীল ট্রা:-১২/৪টি মোট-১৭৭টি। **বিএফডিসিঃ** কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিষয়ে ১৪টি (মহামান্য হাইকোর্টে ৮টি এবং নিম্ন আদালতে ৬টি) মামলা চলমান আছে। মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** ২ (দুই) টি রীট মামলা হিয়ারিং এর অপেক্ষায় রয়েছে। ১টি রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। টাকা আদায়ের জন্য মানিস্যুট ১ টি মামলা করা হয়েছে। দ্বিতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকা বিএলআরআই এর সমাপ্ত প্রকল্পের এস,ও গণ রাজস্ব খাতে চাকুরীর বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করার সুযোগ চেয়ে রীট করেছেন এবং রাজস্ব খাতে চাকুরীর জন্য রীট করেছেন। যার রিট পিটিশন নং ৭৮৯৮/১৯, ৭৮৯৯/১৯, ৮৪৬৯/২০১৯, ৮১২৭/২০১৯, ৯১৫৪/২০১১ এবং ৭৮৩৯/২০১৯ মোট ৬ (ছয়) টি হাই কোর্টে দাখিল করেছেন। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** এ দপ্তরের পক্ষে/বিপক্ষে কোন মামলা/মোকদ্দমা চলমান নেই।	নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়মিত অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(সকল), উপসচিব (আইন)
৪.১৪	পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি	মৎস্য-১ অধিশাখা হতে ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে ০৬টি পেনশন কেসই পাওয়া যায়। নভেম্বর মাসের ২টি সহ মোট ০৮ টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। <u>প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখার বিবরণঃ</u> পূর্ববর্তী মাসের জের: ০৪টি পরবর্তীতে প্রাপ্ত: ০৮টি মোট কেইস: ১২টি নিষ্পত্তি হয়েছে: ০৩টি অনিষ্পন্ন ০৯টি **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে ০৯টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত	(১) অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তিসহ পিআরএল-এ গমনের তারিখের দু'মাস পূর্বে মন্ত্রণালয় থেকে মঞ্জুরী আদেশ জারি করতে হবে। (২) যথাসময়ে	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ প্রাণিসম্পদ-২), যুগ্ম-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১), DG, DOF, DG, DLS/ মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>পিআরএল-এ গমনকারী সকল কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ (১) এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।
<u>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন সংক্রান্ত ডিসেম্বর /১৯ বিবরণীঃ</u>
<table><tr><th>জুলাই /১৯ হতে নভেম্বর/ ১৯ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কৃত পেনশন সংখ্যা</th><th>ডিসেম্বর /১৯ মাসে প্রেরণ কৃত পেনশন সংখ্যা</th><th>এ পর্যন্ত প্রেরণ কৃত মোট পেনশন সংখ্যা</th><th>মন্ত্রণা লয় কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত পেনশন সংখ্যা</th><th>অবশিষ্ট</th></tr><tr><td>২০ টি</td><td>০৫টি</td><td>২৫ টি</td><td>২২ টি</td><td>০৩ টি</td></tr></table>পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ে থাকে।
(২) পিআরএল-এ গমের তারিখ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিএফআরআইঃ ২) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
৩) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ বর্তমানে এ একাডেমিতে কোন পেনশন কেইস অনিস্পন্ন নেই। চলতি অর্থবছরে কোন কর্মচারী স্বাভাবিক অবসরে গমনযোগ্য নেই। গত ০১ জানুয়ারী ২০২০ তারিখ থেকে ০১ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসরে গমণ করেছেন।</td><td>আবেদন ও বিধি অনুযায়ী ১৮ মাসের লাম্পগ্রান্ডসহ ০১ বছরের পিআরএল অনুমোদন/ আদেশ একইসাথে জারি করতে হবে।

(৩) আগামী ৩ মাস, ৬ মাস ও ১ বছরে কতজন পিআরএল-এ যাবে তার তথ্য আগেই নিশ্চিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাম্পগ্রান্ডসহ পিআরএল আদেশ জারি করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৪.১৫</td><td>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের গাড়ি TO&E ভুক্তকরণের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১৪/০১/২০২০ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গাড়ীর সংখ্যা পুন: প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শ্রীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বিএফআরআইঃ ক) ইনস্টিটিউটের হালনাগাদ গাড়ির তালিকা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

খ) ইনস্টিটিউটের গাড়ি টিওএন্ডইভুক্ত করণের প্রস্তাব বিগত ১৮-০৪-২০১৭ ইং তারিখের মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে-যা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।</td><td>(ক) বিএফডিসি ব্যতিত অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থার গাড়ির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(খ) মৎস্য অধিদপ্তরের গাড়ী TO&E ভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব (প্রাস-১)/ সংস্থা প্রধান (সকল)/ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>৪.১৬</td><td>জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ</td><td>মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।
মৎস্য অধিদপ্তরঃ PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ জনবলের ডাটাবেইজ (Database) নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইড (www.dls.gov.bd) এ" কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ "নামে সফটওয়ারটি সংযুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদলে ডাটাবেইজ সফটওয়ারে নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং তা আপডেট কার্যক্রম চলমান আছে।

বিএফডিসিঃ কার্যক্রম চলমান আছে।

বিএফআরআইঃ জনবলের আপডেট ডাটাবেজ ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বিএলআরআইঃ ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও</td><td>জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।</td><td>সংস্থা প্রধান (সকল)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া, অনলাইন PDS এর লিংক ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ জনবলের ডাটাবেইজ নির্দেশমতে প্রস্তুতপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.১৭</td><td>বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত ও মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত বরাদ্দ:
<table>
<tr><th colspan="2">বিদ্যুৎ বিল</th><th colspan="2">ভূমি উন্নয়ন কর</th><th colspan="2">পৌর কর</th></tr>
<tr><td>প্রাপ্ত বরাদ্দ (টাকা)</td><td>বরাদ্দ প্রদান (টাকা)</td><td>প্রাপ্ত বরাদ্দ (টাকা)</td><td>বরাদ্দ প্রদান (টাকা)</td><td>প্রাপ্ত বরাদ্দ (টাকা)</td><td>বরাদ্দ প্রদান (টাকা)</td></tr>
<tr><td>৩,২৮,৫২,০০০/-</td><td>২,১০,৮২,০০০/-</td><td>১,০২,০০,০০০/-</td><td>৪৩,২২,৩০০/-</td><td>১,০৪,২০,০০০/-</td><td>৩৭,০৭০০</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">পানি</th><th colspan="2">গ্যাস ও জ্বালানি</th></tr>
<tr><td>প্রাপ্ত বরাদ্দ (টাকা)</td><td>বরাদ্দ প্রদান (টাকা)</td><td>প্রাপ্ত বরাদ্দ (টাকা)</td><td>বরাদ্দ প্রদান (টাকা)</td></tr>
<tr><td>২০,৮০,০০০</td><td>১২,৫৭,০০০/-</td><td>৪,৪০,০০০/-</td><td>১,৮০,০০০/-</td></tr>
</table>
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পানির বিল, গ্যাসের বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর (জুলাই/১৯ হতে নভেম্বর/১৯ পর্যন্ত পরিশোধ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th rowspan="2">সংস্থার নাম</th><th colspan="2">৩৮২১১০৩-পৌর কর ২০১৯-২০২০</th><th colspan="2">৩৮২১১০২-ভূমি কর</th></tr>
<tr><td>বরাদ্দ</td><td>ব্যয়</td><td>বরাদ্দ</td><td>ব্যয়</td></tr>
<tr><td>ডিএলএস</td><td>৩৩০৯৯</td><td>৪৭৬২</td><td>১৩১৯৯</td><td>১০৬১</td></tr>
</table>
(অংক সমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th colspan="2">৩২১১১১৫-পানি ২০১৯-২০</th><th colspan="2">৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ ২০১৮-১৯</th><th colspan="2">৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী ২০১৮-১৯</th></tr>
<tr><td>বরাদ্দ</td><td>ব্যয়</td><td>বরাদ্দ</td><td>ব্যয়</td><td>বরাদ্দ</td><td>ব্যয়</td></tr>
<tr><td>১৬১৬৯</td><td>২৯২৪</td><td>১১৬৩১৫</td><td>৩৪০৩১</td><td>৪২৯৯</td><td>১৪৩৮</td></tr>
</table>
(২) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর দাবীকৃত ৩ (তিন) টি দপ্তরের মোট ৫,০৩,২২৭/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিএফডিসিঃ প্রধান কার্যালয়সহ কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিটের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।

বিএফআরআইঃ অত্র ইনস্টিটিউটের বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর বকেয়া নাই।</td><td>(১) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, গ্যাসের বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধপূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(২) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন ও পৌর কর বাবদ দাবিকৃত অবশিষ্ট টাকা পরিক্ষান্তে দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।
(৩) বাজেট বরাদ্দ থাকা সত্তেও বকেয়া পরিশোধ করা না হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা দায়ী থাকবে।</td><td>অতিঃ সচিব (সকল)/ সংস্থা প্রধান (সকল)/ উপসচিব (বাজেট)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

বিএলআরআইঃ বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল এবং ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হচ্ছে ও নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ এ দপ্তরের বিদ্যুৎ বিল, গ্যাসের বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর হালনাগাদ পরিশোধিত আছে। নিজস্ব গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করা হয়।

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.১৮</td><td>জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণ</td><td>

মৎস্য অধিদপ্তরঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবনের তথ্য:

<table>
<tr><td>প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য ভবন সংখ্যা</td><td>প্রকৌশলী কর্তৃক ঘোষিত মেরামত অযোগ্য ভবন সংখ্যা</td><td>কমিটি কর্তৃক ঘোষিত মেরামত অযোগ্য ভবন সংখ্যা</td><td>ভাং / ভ</td></tr>
<tr><td>৩০</td><td>৬</td><td>২২</td><td>২</td></tr>
</table>

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, ঈশ্বরদী, পাবনার হ্যাচারি কমপ্লেক্স কাম অফিস ভবন ব্যবহার অনুপযোগী স্থাপনা পরিত্যাক্ত ঘোষণা ও নিলামে বিক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমতির জন্য এবং জেলা কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমতির জন্য ০৩/১২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ <u>ডিসেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত।</u>

<table>
<tr><td>প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য ভবন সংখ্যা</td><td>প্রকৌশলী কর্তৃক ঘোষিত সংখ্যা</td><td>কমিটি কর্তৃক ঘোষিত সংখ্যা</td><td>ভাংগা/ অপসারণ</td></tr>
<tr><td>১৭৩ টি</td><td>১৭৩ টি</td><td>৫৭ টি</td><td>-/৫৭ টি</td></tr>
</table>

(খ) পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের স্থলে নতুন স্থাপনা/ অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক কেন্দ্রের ব্যবহার অনুপযোগী অফিস ও বাসভবন নিলামে বিক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে ৭-০৪-২০১৯ ইং তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদন মোতাবেক নিলামের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিএলআরআইঃ নাইক্ষ্যংছড়িতে একটি অফিস-কাম-ল্যাব ভবন আছে যা জরাজীর্ণ। তা মেরামতযোগ্য কিনা তা নির্ণয়ের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর গত ২৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যা জেলা প্রশাসক, বান্দরবান কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) বরাবর প্রেরণ করা হলে ভবনটি অকেজো নয়, উহা মেরামতযোগ্য মর্মে গত ৩১/৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। কার্যবিবরনী ২৫/১০/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

</td><td>

(১) ছক মোতাবেক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) বিষয় বিবেচনা করে মহাপরিচালকদের কে ক্ষমতা প্রদান কারার জন্য সচিব মহোদয় আদেশ দেন।

</td><td>অতিঃসচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব (প্রাস-১), যুগ্মপ্রধান, DG, DOF, DG, DLS</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>“বিএলআরআই এর সফলতা বৃদ্ধিকরনের জন্য জোরদারকরণ প্রকল্প” আওতাভুক্ত করা হয়েছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.১৯</td><td>ই-নথি</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরঃ ০৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত

মোট ডাক গ্রহণ: ৩৬,২২২ টি
ই ফাইলে নিস্পত্তিকৃত ডাক সংখ্যা : ৩৪,৪৫৯টি
পত্র জারির সংখ্যা: ৬,০৫১ টি
স্ব উদ্যোগে নোট: ১০,১৩৩টি
ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে মধ্যম ক্যাটাগরিতে অবস্থান: ১ম

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে অবস্থান: ১ম

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ
(ক) ই-নথি কার্যক্রমের প্রতিবেদন ডিসেম্বর/১৯ মাসের নিম্নে প্রদত্ত হ’ল।
<table>
<tr><th>দপ্তর/ সংস্থা</th><th>প্রাপ্ত পত্র</th><th>নিষ্পত্তি কৃত পত্র</th><th>ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত সংখ্যা</th><th>মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ই-ফাইলে পত্র জারির সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td><td>১৬৬</td><td>৩৫০</td><td>১৩৬</td><td>৪৭</td></tr>
</table>

বিএফডিসিঃ ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম চালু আছে। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ মাসে ডাক-গৃহীত হয়েছে ১৭৬টি, নিষ্পন্ন ১৬৯টি, নথি-স্ব উদ্যোগে সৃজিত মোট ৬০টি, ডাক থেকে সৃজিত নোট ৪৩টি, নোটে নিষ্পন্ন ৬২টি, পত্র জারিতে নিষ্পন্ন নোট-আন্তঃ সিস্টেম-৫৫টি ই-মেইল ও অন্যান্য-০, মোট-৫৫টি, পত্রজারীর সংখ্যা ৫৫টি।

বিএফআরআইঃ বিগত ২২-০৫-২০১৭ ইং তারিখ হতে ইনস্টিটিউটে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। নভেম্বর/২০১৯ মাসে ই-নথিতে ৩৫.৮৫% পত্র জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিকালে ইনস্টিটিউটে নিরবচ্ছিন্ন টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় ই-নথি কার্যক্রম প্রায়শঃই পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ ক্ষেত্রে পত্র জারী অপেক্ষাকৃত কম হচ্ছে।

বিএলআরআইঃ ইনস্টিটিউটে বর্তমানেই-নথির মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। “ই-ফাইলিংম্যানেজমেন্ট” এর উপর ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের মোট ১০৯ জন কর্মকর্তা, কর্মচারীকে ইনস্টিটিউটে এবং ৩ জন কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-নথি কার্যক্রমে বিএলআরআই বর্তমানে (১-৩০ নভেম্বর) নিজ ক্যাটাগরীতে ৯ম স্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইতিমধ্যে ই-ফাইলিং-এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে পত্র জারি করে তার প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ এ দপ্তরে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ৪০% কাজ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।</td><td>এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল সংস্থায় ১০০% ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কে কত শতাংশপত্র জারি করেছে তার প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।</td><td>অনুবিভাগ প্রধান (সকল), সংস্থা প্রধান (সকল)</td></tr>
<tr><td>৪.২০</td><td>ইনোভেশন</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরে ৩৪টি ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলো যাচাই বাছাই চলছে।
</td><td>আগামী সভায় দপ্তর/সংস্থার চলমান উদ্ভাবনের তালিকা উপস্থাপন করতে</td><td>চিফ ইনোভেশন অফিসার, সংস্থা প্রধান</td></tr>
</table>

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		• মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে উদ্ভাবনী আইডিয়ার তালিকা আপলোড করা হয়েছে। • এ পর্যন্ত ০৭টি ইনোভেশন প্রকল্প পাইলটিং করা হয়েছে। • "মৎস্য চাষি বার্তা" শীর্ষক মোবাইল অ্যাপসটি পুনরায় পাইলটিং করা হচ্ছে। "মৎস্য পরামর্শ" শীর্ষক মোবাইল অ্যাপসটি সারাদেশে রেপ্লিকেশন করা হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ২০১৯ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার বাৎসরিক প্রতিবেদন আকারে তৈরী করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১। মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান। ২। এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ পর্যন্ত ১৫৪ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। ২০ টি ইনোভেশন প্রকল্প চলমান আছে। ৪। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহন করেছে। দেশের সকল উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহন প্রক্রিয়া চলমান আছে। ৫। প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে 'Livestock Diary'Mobile এ্যাপস এর কার্যক্রম চলমান আছে। ৬। Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এ টু আই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এ টু আই এর সার্বিক ইনোভেশন ফান্ড প্রাপ্ত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে সার্ভিসটির কার্যক্রম ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলায় চলমান আছে এবং উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। গত ১৪.০৫.১৯ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শোকেসিং অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৭ টি ইনোভেশন প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এটুআই প্রকল্পের পরিচালক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। ৭। ই-ভেট সার্ভিস কার্যক্রম পাইলটিং সমাপ্ত হয়েছে। ০২ টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান আছে। অন্যান্য উপজেলায় পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম গ্রহন করা ৮। ৩০ টি জেলার ৪০ টি উপজেলায় ৪০ টি ইউনিয়নে প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উক্ত কর্মসুচী বাস্তাবায়নের জন্য ইউনিয়ন প্রতি ২,২০,০০,০০০/- (দুই কোটি বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত টাকা ইনোভেশন, পাইলটিং, রেপ্লিকেশনসহ বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক খরচ করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসর ২৬টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র ও ১৯ টি উপজেলায় স্বপ্ন ছোঁয়ার সিড়ি বাস্তবায়ন হবে। ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৫ টি বিষয় যথাক্রমে ১. পশুখাদ্যের মাননির্ণয়ের নিমিত্তে কিট উদ্ভাবন, ২. মানসম্মত দুধ পরীক্ষার কিট উদ্ভাবন, ৩. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দুধ পরিবহণের সহজলভ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, ৪. ভ্যাকসিন সংরক্ষণ বিতরণের নিমিত্তে সহজলভ্য সমাধান ও ৫. হাঁস-মুরগীর খামারের দুর্গন্ধ	হবে।	(সকল)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		প্রশমনের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে ৫ জন ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** চলমান উদ্ভাবনের তালিকা উপস্থাপন করা হবে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের চলমান উদ্ভাবনের তালিকা নিম্নরুপ: ১। ই-কার্প ব্রিডিং ২। ই-ইলিশ **বিএলআরআইঃ** ইনোভেশন আইডিয়া পাঠানো হয়েছে এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়েছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং ইনোভেশনের তালিকা শীঘ্রই উপস্থাপন করা হবে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।		
৪.২১	ই-টেন্ডারিং	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের দরপত্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৩টি ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল প্রকল্প, সকল খামার, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও প্রাণিসম্পদ গবেষনাগার, মহাখালী, ঢাকা এর সকল দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। (খ) টেন্ডার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। **বিএফডিসিঃ** দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে চলমান রয়েছে। **বিএফআরআইঃ** গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং এর উপর প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। স্ব স্ব প্রকল্প পরিচালক দরপত্র আহবান করেন। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** এ দপ্তরে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্রের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রশাসন), সংস্থা প্রধান (সকল)
৪.২২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত বার্ষিক ২,৬২,৯২০ ঘন্টা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৬২,৯২০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকায় ৬৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ই-নথি বিষয়ক	(১) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বার্ষিক ৬০ ঘন্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	অতিঃসচিব (প্রশাসন) সংস্থা প্রধান (সকল)/ উপসচিব

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ১। (ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/১৯ মাসে ১১৫০ জন প্রশিক্ষনার্থী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। (খ) সরকারী ক্রয় ও সংগ্রহ, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি, APA, শুদ্ধাচার বিভাগীয় আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। (২) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। **বিএফডিসিঃ** কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএফআরআইঃ** অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** গত জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৬০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** (১) অত্র দপ্তরে বার্ষিক ৬০ ঘন্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (২) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য অত্র দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ নেই। বাজেট বরাদ্দ পেলে সিদ্ধান্ত মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** এ দপ্তরে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	APA এর সাথে লক্ষ্য রেখে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। (৩) প্রশিক্ষণের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে।	(প্রশাসন-৩)
৪.২৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করাসহ সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করা হচ্ছে। ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর Best Practice এর তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএফডিসিঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক সভা অব্যাহত আছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৯-২০ অনুযায়ী ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করাসহ সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাণিসম্পদ-২), সংস্থা প্রধান (সকল)

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পেশাজীবিদের এ বিষয়ে সচেতন করাসহ প্রতিপালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ বিষয়টি চলমান আছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.২৪</td><td>অভিযোগ নিষ্পত্তি</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের নিচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।
ডিসেম্বর মাসে অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।
এ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০২টি।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপপরিচালক, প্রশাসন ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত। অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ে থাকে।
ডিসেম্বর /১৯ পর্যন্ত অভিযোগ. সংক্রান্ত তথ্যঃ
<table>
<tr><th>জুলাই/১৭ হতে নভেম্বর/১৯ পর্যন্ত</th><th>ডিসেম্বর/ ১৯ মাসে</th><th>অভিযোগ নিষ্পত্তি</th><th>ডিসেম্বর/ ১৯ পর্যন্ত অবশিষ্ট</th></tr>
<tr><td>৫০ টি</td><td>-</td><td>-</td><td>৫০ টি</td></tr>
</table>
বিএফডিসিঃ কার্যক্রম চলমান আছে।
(২) অভিযোগ পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তিকরতঃ সভায় উপস্থাপন করা হবে।
বিএফআরআইঃ ১। ডিসেম্বর /২০১৯ মাসে অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।
২। অনলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
বিএলআরআইঃ অভিযোগ বাক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে অভিযোগগুলো সংগ্রহ করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বক্সে আপাতত: কোন অভিযোগ নেই।
মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ এ দপ্তরে অভিযোগ বাক্সে কিংবা অনলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।</td><td>(১) অভিযোগ বাক্সে ও অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

(২) অভিযোগ বাক্সে ও অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্য ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>৪.২৫</td><td>জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৯” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতির সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন।
সে প্রেক্ষিত এ মন্ত্রণালয় হতে ২৩/০১/২০১৯ তারিখের “প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৯” উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ৩/৪/২০১৯ তারিখে “প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৯” উদযাপন উপলক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৯ অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাজনক সময়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য তারিখ ও সময় নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ প্রতি বছর জাতীয় প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ পালনের লক্ষ্যে যথাসময়ে প্রস্তুতি গ্রহণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং জাতীয় প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অধিদপ্তরের ১৮/৯/২০১৮ তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.১০১.৫৫. ৮৫৩(২).১৮-১৯৭৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ফলোআপ</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সময় নিয়ে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উদযাপন করতে হবে।</td><td>অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-১), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>অব্যাহত আছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.২৬</td><td>অনিষ্পন্ন পত্র/বিষয়</td><td>মৎস্য অধিদপ্তরঃ (২) মন্ত্রণালয়ে অনিস্পন্ন বিষয়সমূহ সংযুক্তি-১ এ বর্ণিত হলো।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ <u>ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের অনিস্পন্ন পত্র/বিষয়</u>
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>অনিস্পন্ন বিষয়</th><th>পত্র প্রেরণের তারিখ</th><th>যে শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
(২) তদন্ত প্রতিবেদন/ কোন বিষয়ে চাহিত মতামত যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
বিএফডিসিঃ বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।
বিএফআরআইঃ ১। অনিষ্পন্ন বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২। সভায় উপস্থাপন করা হবে।
বিএলআরআইঃ (২) বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে।
মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।</td><td>(১) মন্ত্রণালয়ে দপ্তর/ সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় ও দপ্তর/ সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(২) সংস্থাপ্রধানগণ মাসিক সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন।</td><td>সংস্থা প্রধান (সকল)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৫.১	মা ইলিশ সংরক্ষণ	"প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০১৯" এর আওতায় • ২ হাজার ৬৮২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। • ১৩ হাজার ১৭২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। • ৬ হাজার ৬৮৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। • ৫ হাজার ৬৪৩ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। • প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। • ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭০০ মিটার জাল পোড়ানো হয়েছে • ৮২.২২৪ মে.টন ইলিশ আটক করে বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়েছে। জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম(২০১৯-২০) এর আওতায় নভেম্বর, ২০১৯ মাসে ৬৮৬টি অভিযান, ৯৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ২২.৫৬ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল আটক, ৪৪টি মামলা, ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা জরিমানা এবং ২২ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে।	মা ইলিশ সংরক্ষণে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরকে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
৫.২	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ চূড়ান্ত করণের নিমিত্ত ভেটিং এর জন্য প্রস্তাব ১০/১২/২০১৯ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত ভেটিং এর জন্য প্রস্তাব ১০/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয় হতে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগ বিধির বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিঃসচিব (মৎস্য), DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)
৫.৩	মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ১৫৩১টি	মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৫৩১ টি পদ ও ৬০০টি ক্ষেত্রে সহকারীর পদ সৃজনের সম্মতি প্রদানের জন্য গত	এ বিষয়ে অনুসরণমূলক	অতিঃসচিব (মৎস্য),

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	পদ সৃজন	০৯/১০/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ ৬০০ টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে পুনরায় অপারগতা জ্ঞাপন করে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ২৪৫৭টি পদের মধ্যে ৯২৬টি (৬৩৭টি ক্যাডার এবং ২৮৯টি নন-ক্যাডার) পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে। ০১/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখ মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় রাজস্বখাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ২৪৫৭ টি পদের অবশিষ্ট ১,৫৩১টি পদ সৃজনের সুবিধার্থে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/১০/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখার ১৩/১১/২০১৯ তারিখের ৪৩৮ সংখ্যক স্মারকের পত্রে ১,৫৩১টি পদের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট তথ্য জানানো হয়নি।	কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)
৫.৪	শূন্য পদে লোক নিয়োগ	শূন্য পদে লোক নিয়োগের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে মর্মে জানা যায়। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪১৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম হিসেবে প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণের লক্ষ্যে অতিসত্বর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা আহবানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	অবিলম্বে বিদ্যমান শূন্য পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে আগামী সভার পূর্বেই জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৬.১</td><td>নতুন চর্ম রোগের আবির্ভাব</td><td>১। টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।
২। চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩। মশামাছি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশারী ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
৪। অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা রাখার পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।</td><td>১) টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
২) প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।</td></tr>
<tr><td>৬.২</td><td>ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন</td><td>(ক) ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>খামার</th><th>নভেম্বর/ ১৯ পর্যন্ত</th><th>ডিসেম্বর/১৯ মাসে</th><th>ডিসেম্বর/ ১৯ পর্যন্ত</th></tr>
<tr><td>গাভীর খামার</td><td>৫৯৯৫২</td><td>১২৯</td><td>৬০,০৮১</td></tr>
<tr><td>মহিষের খামার</td><td>০২</td><td>০</td><td>০২</td></tr>
<tr><td>গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার</td><td>৩৪</td><td>০৮</td><td>৪২</td></tr>
<tr><td>ছাগলের খামার</td><td>৪২৫৮</td><td>১৮</td><td>৪,২৭৬</td></tr>
<tr><td>ভেড়ার খামার</td><td>৩৭৬২</td><td>০২</td><td>৩৭৬৪</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬৮০০৮</td><td>১৫৭</td><td>৬৮১৬৫</td></tr>
<tr><td>গ্রেন্ড প্যারেন্ট স্টক (লেয়ার)</td><td>১৫</td><td>০</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>গ্রেন্ড প্যারেন্ট স্টক (ব্রয়লার)</td><td>০৬</td><td>০</td><td>০৬</td></tr>
<tr><td>হ্যাচারী/প্যারেন্ট স্টক</td><td>২২২</td><td>১১</td><td>২৩৩</td></tr>
</table></td><td>দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের হালনাগাদ তালিকা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>(লেয়ার)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>হ্যাচারী/প্যারেন্ট স্টক (ব্রয়লার)</td><td>১৬</td><td>০</td><td>১৬</td></tr>
<tr><td>মুরগির খামার (লেয়ার)</td><td>১৯০০৭</td><td>৪১</td><td>১৯০৪৮</td></tr>
<tr><td>মুরগির খামার (ব্রয়লার)</td><td>৫৪৪৯৩</td><td>৩০</td><td>৫৪,৫২৩</td></tr>
<tr><td>সোনালী মুরগীর খামার</td><td>০৯</td><td>০</td><td>০৯</td></tr>
<tr><td>হাঁস খামার</td><td>৭৮৪৫</td><td>০৩</td><td>৭,৮৪৮</td></tr>
<tr><td>কবুতর খামার</td><td>-</td><td>-</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>কোয়েল খামার</td><td>-</td><td>০</td><td>-</td></tr>
<tr><td>টার্কি খামার</td><td>-</td><td>০</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট হাঁস-মুরগীর খামার</td><td>৮১,৬১৪</td><td>৮৫</td><td>৮১,৬৯৯</td></tr>
<tr><td>সবমোট গাবদি ও হাঁস মুরগির খামার</td><td>১৪৯৬২২</td><td>২৪২</td><td>১৪৯৮৬৪</td></tr>
<tr><td>ফিড মিল</td><td>২৩২ টি</td><td>০৫</td><td>২৩৭ টি</td></tr>
</table>
ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন) টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে ।
খ) ১. ডিসেম্বর/১৯ মাসে ১১৯ টি ফিড মিল পরিদর্শন করা হয়েছে। খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদান ব্যবহার নিষেধ এবং খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।
খ) ডিসেম্বর/১৯ মাসে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা-৫২ এবং এ মাসে ৩০,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পূর্বক সতর্কতামূলক বার্তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় পশু জবাইয়ের পূর্বে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিধি মোতাবেক মাংস সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে এর ব্যতয় ঘটলে পরবর্তীতে আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৬.৩</td><td>ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ</td><td>প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালাটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।</td><td>অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>উপসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>৬.৪</td><td>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।</td><td>জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩০/১০/২০১৮ তারিখের ২২৮ সংখ্যক স্মারকে ৮৬২৪ টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন করা হয়েছে। রাজস্বখাতে পদ সৃজনের বিষয়ে ২৬/১২/২০১৮ তারিখে অর্থমন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ১/০৪/২০১৯ তারিখের ১৪৩ সংখ্যক স্মারকে তথ্য চাওয়া হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে ৭/৪/২০১৯ তারিখের ৮৪০ সংখ্যক স্মারকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ১৬/৪/২০১৯ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়।</td><td>অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রাস-১)/ DG, DLS</td></tr>
<tr><td>৬.৫</td><td>শূন্য পদে লোক নিয়োগ</td><td>৩য় শ্রেণীর জনবল নিয়োগের জন্য ৬১০ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। উক্ত ৬১০ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে । এ বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ নিয়োগের বিরুদ্ধে জনাব মো: ইউসূফ মিয়া ও অন্যান্য স্চ্ছোসেবী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম কর্তৃক রীট নং-১৬৪১৭/১৬ এর প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নিয়োগের বিরুদ্ধে মহামান্য আদালত স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে সরকারপক্ষ কর্তৃক উক্ত স্থগিতাদেশ ভ্যাকেটের জন্য চেম্বার জজ আদালতে সিভিল পিটিশন দায়ের পরবর্তী শুনানীন্তে চেম্বার জজ কর্তৃক স্থগিতাদেশ ভ্যাকেট না করে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের পূর্নাঙ্গা বেঞ্চে শুনানীর জন্য পাঠানো হয়। পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণাংঙ্গা বেঞ্চে উভয় পক্ষের শুনানীন্তে মাননীয় আদালত কর্তৃক হাইকোর্টে প্রদেয় স্থগিতদেশ ভ্যাকেট করা হয়।</td><td>অবিলম্বে বিদ্যমান শূন্য পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে আগামী সভার পূর্বেই জানাতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১), DG, DLS/ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)</td></tr>
</table>

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		বর্তমানে নিয়োগের উপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় অনতিবিলম্বে নিয়োগ কার্যক্রমের কাজ শুরু করা যাবে।		

৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৭.১	প্রবিধানমালা হালনাগাদকরণ	সমসাময়িক অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবিধানমালা হালনাগাদ করার জন্যইনস্টিটিউট হতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে খসড়া প্রবিধানমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	প্রবিধানমালা হালনাগাদ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য-৫)/উপসচিব (আইন)
৭.২	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য-৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে বিষয়টি নিষ্পন্ন করবেন।	যুগ্মসচিব (মৎস্য-৫) মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭.৩	শূন্য পদে লোক নিয়োগ	বিদ্যমান শূণ্য পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে ১৫টি বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ১০টি ইলেকট্রিশিয়ান পদে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে।	অবিলম্বে বিদ্যমান শূন্য পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে আগামী সভার পূর্বেই জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য-৫) মহাপরিচালক, বিএফআরআই

৮। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৮.১	প্রবিধানমালা হালনাগাদকরণ	মহাপরিচালক, বিএলআরআই, ১৯/৫/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি মডেল প্রবিধান মালার খসড়া প্রেরণ করে। উক্ত খসড়া প্রবিধানমালাটি পর্যালোচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২) এর সভাপতিত্বে গত ২/৭/২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ১৪/০৭/২০১৯ তারিখে মহাপরিচালক, বিএলআরআইকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএলআরআই হতে ১০/১২/২০১৯ তারিখে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সংশোধিত খসড়া মডেল প্রবিধানমালাটি পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) এর সভাপতিত্বে গত ০২/০১/২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ৯/১/২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, বিএলআরআইকে অনুরোধ করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	মহাপরিচালক, বিএলআরআই ভালভাবে পর্যাবেক্ষণ করে প্রবিধানমালা হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (প্রাস-২)/উপসচিব (আইন)
৮.২	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন	বিএলআরআই এর ১৩৯ (একশত উনচল্লিশ) টি পদ (১ম পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯৫ টি এবং ২য় পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৪৪ টি) পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় অনুমোদন জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে প্রশাসনিক	বিএলআরআই এর ৩৯৪টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, বিএলআরআ

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ৭/৩/২০১৯ তারিখের সচিব কমিটির সভায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১২৭টি পদ সৃজনের সুপারিশ করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ মোতাবেক ১২৭টি পদ এর মধ্যে ৬৭ (সাতষট্টি) প্রথম শ্রেণীর পদসমূহ মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে ১২৭টি পদ সৃজনের জি.ও জারি করা হয়েছে। এবং উক্ত জি.ও এর কপি পৃষ্ঠাংকনের জন্য সহকারী সচিব, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান শাখা-৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ১৬/৭/২০১৯ তারিখে জানান, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত জি.ও'র ক্রমিক নং-৯৫, ৯৬, ১১৭ ও ১১৮ বাদ দিয়ে এবং ১১৮ ক্রমিকের অফিস সহায়ক পদ রাজস্বখাতে সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিসহ জি.ও সংশোধন করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ৫/৮/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্রের ছায়ালিপি মহাপরিচালক, বিএলআরআই বরাবর প্রেরণ করে উক্ত পত্রে বর্ণিত এ মন্ত্রণালয় হতে ২৫/৬/২০১৯ তারিখে জারিকৃত ১১৮ ক্রমিকের অফিস সহায়ক পদ রাজস্বখাতে সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বিএলআরআইকে অনুরোধ করা হয়। মহাপরিচালক, বিএলআরআই ২৮/৮/২০১৯ তারিখে ১২টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করে। উক্ত প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পদ সৃজনের চেকলিষ্ট-এ বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে ১৮/৯/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পদ সৃজনের চেকলিষ্ট-এ বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করে অফিস সহায়ক ১২ (বার) টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বিএলআরআইকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএলআরআইঃ ৩৯৪ টি পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২০০ টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করেন গত ২০/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে। তন্মধ্যে ১২৭ টি পদ সৃজনের জি.ও. পাওয়া গেছে গত ২৫/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে। অবশিষ্ট পদ গুলোর সৃজনের বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।		ই/ উপসচিব (প্রাস-২)
৮.৩	শূন্য পদে লোক নিয়োগ	এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে ১২৭টি পদ সৃজনের জি. ও জারি করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** বিষয়টি অনুসরন করা হচ্ছে।	অবিলম্বে বিদ্যমান শূন্য পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে আগামী সভার পূর্বেই জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাণিসম্পদ-২), DG, BLRI/ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)

৯। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৯.১	সিমুলেটর বেইজড ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন প্রকল্প	চলতি মাসের মধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	দ্রুত প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মপ্রধান, অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, উপসচিব (মৎস্য-৩)
৯.২	অর্গানোগ্রাম সংস্কার	৬০টি নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে অর্গানোগ্রাম সংস্কার কাজ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।	মেনির ফিশারিজ একাডেমির অর্গানোগ্রাম সংস্কার এবং ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।	অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, উপসচিব (মৎস্য-৩)

১০। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১০.১	লোক নিয়োগ সম্পন্নকরণ	বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।	সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী সপ্তাহে একটি মিটিং আহবান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি
১০.২	মালটি চ্যানেল স্লিপওয়ে	জাহাজ নামানোর বিষয়ে বুয়েট হতে ড্রয়িং ডিজাইন পাওয়া গেছে। টেন্ডার প্রসেস করার জন্য মহাব্যবস্থাপক-কে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	মালটি চ্যানেল স্লিপওয়ের প্রজেক্টে জাহাজ নামানোর মেশিন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি
১০.৩	দ্রুত জাহাজ উত্তোলন	০৭/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৭৭ নং পত্রের মাধ্যমে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য মহাব্যবস্থাপক, মাল্টি-চ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	প্রাইভেট ডকইয়ার্ডের সাথে আলোচনা করে দ্রুত জাহাজ উত্তোলনের প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে মালটি চ্যানেল স্লিপওয়েকে স্ট্রেনদেনিং করার জন্য এ প্রযুক্তি সংযোজন করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি
১০.৪	কাপ্তাই লেকে অভয়াশ্রম সৃজন	০৭/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৭৮ নং পত্রের মাধ্যমে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য ব্যবস্থাপক, কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় কর্মশালা আয়োজন করে কাপ্তাই লেকে অভয়াশ্রমের স্থান নির্ধারণপূর্বক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করতে হবে এবং অভয়াশ্রম সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি
১০.৫	চেক পয়েন্ট স্থাপন	০৭/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৭৮ নং পত্রের মাধ্যমে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য ব্যবস্থাপক, কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	পার্বত্য জেলায় স্থানীয় বাজারের জন্য আহরিত মাছ শুল্ক প্রদান ব্যতিত ভিন্ন জেলায় যেন যেতে না পারে তা মনিটরিং এর	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান চেক পোস্ট স্থাপন করতে হবে।	

১১। ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১১.১	পশুরোগের চিকিৎসা	কোন হাতুড়ে ডাক্তার যেন পশুর চিকিৎসা না করে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাহায্য নিয়ে ভেটেরিনারি কাউন্সিল এ কাজ করবে।	কোন হাতুড়ে ডাক্তার যেন পশু চিকিৎসা না করে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাহায্য নিয়ে ভেটেরিনারি কাউন্সিল কাজ করবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ রেজিস্ট্রার, ভেটেরিনারি কাউন্সিল

১২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/৭/২০২০

(রওনক মাহমুদ)
সচিব